এইচএসসি ভর্তি নীতিমালা কেন অবৈধ নয় : হাইকোর্ট

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জিপিএ'র ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিকে (এইচএসসি) ভর্তির নীতিমালা ২০১৭ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে হাইকোর্ট। গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রুল জারি করে। চার সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষা সচিব, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ চারজনকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ক্ষেত্রে এই নীতিমালার কার্যকারিতা স্থগিত করেছে হাইকোর্ট। রাষ্ট্রপক্ষের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অরবিন্দু কুমার রায় এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ নিজেদের নিয়মে ছাত্রী ভর্তির যে

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

এইচএসসি ভর্তি নীতিমালা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আদেশ পেয়েছে, তার বিরুদ্ধে আপিল করা হবে।

এর আগে গত সোমবার হাইকোর্টের অপর একটি বেঞ্চ নটর ডেম, হলিক্রস ও সেন্ট জোসেফ কলেজের ক্ষেত্রেও উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির নীতিমালা ছয় মাসের জন্য স্থগিতের আদেশ দেয়। এর ফলে ওই তিন কলেজও নিজেদের নিয়মে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে। এসএসসির ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির নীতিমালা ৭ মে জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করেন আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ ও রাজধানীর তিন কলেজের অধ্যক্ষ।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ বলেন, ১৯৬১ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ অনুযায়ী দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বোর্ডের কাজ কী হবে তা অধ্যাদেশে ২, ৩, ১৮ ও ৩৯ ধারায় নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। কিন্তু সরকার সার্কুলারে সেই ক্ষমতা বোর্ডকে দেয়নি। ওই অধ্যাদেশের সঙ্গে মিল রেখে ২০০৯ সালে রেগুলেশন তৈরি করা হয়, যেখানে ৪২ ধারায় কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া অধ্যক্ষের হাতে ন্যস্ত আছে। সে অনুযায়ী সরকারি সার্কুলার এই রেগুলেশনের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। জারি করা ওই নীতিমালা অনুসারে গত ৯ মে সারাদেশে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। অনলাইন ও মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন করা যাবে ২৬ মে পর্যন্ত।